সপ্তাহের নামগুলো কিভাবে এলো

এবং সপ্তাহ বিষয়ক অনেকগুলো অজানা তথ্য

ফেরদৌস আরেফীন
arefin78@gmail.com

ইংরেজীতে সপ্তাহের প্রতিটি দিনের যে নামগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোর প্রতিটি নামকরনের পিছেই আছে খুব মজার এক একটি ইতিহাস। প্রতিটি দিনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু প্রাচীন দেব-দেবীর নাম, আছে প্রাচীন রোমান আর জার্মান পুরান কাহিনীর কল্পকথা। সানডে (Sunday) থেকে স্যাটারডে (Saturday) - এই সাতটি দিনের সাতটি নামের রহস্য শুনুন তাহলে ঃ

সানডে (Sunday) ঃ সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ সূর্যের উপাসনা করতো। সূর্যকেই দেবতা বা ঈশ্বর মনে করে নানারকম পূজা-অর্চনা করতো তার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে সভ্যতার গোড়াপত্তনের পর ধর্ম সম্পর্কে নানারকম ধারনার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে মানুষ নিরাকার ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে আরাধনা শুরু করে। এতে করে সূর্য সম্পর্কেও মানুষের ধারনা পাল্টে যায়। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, সূর্য হল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। সূর্যের প্রতি মানুষের এই অসীম আগ্রহ আর সম্মানবোধের কারনেই সপ্তাহের প্রথম দিনটি সূর্যের নামেই "সানডে" রাখা হয়। বাংলায় ব্যবহৃত "রবিবার" নামটিও একই অর্থই প্রকাশ করে। প্রাচীন ব্যাবীলনীয়রা বিশ্বাস করতো যে এই দিনটির সূচনাই হয় সূর্যের আদেশে। প্রাচীন রোম ও গ্রীস সভ্যতার সময়ই প্রথম এই নামকরন করা হয়। প্রথমে দিনটির নাম ছিল সানস্ ডে (Sun's Day)। রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশগুলোতেও তখন সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে সূর্যেন নামে ডাকা হতো বলে জানা যায়। সানডের জার্মান উচ্চারন "সনেনডিগ", যার অর্থও একই দাড়ায়। আরো মজার ঘটনা হলো, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই এ দিনটির নামকরন সূর্যের নামেই করা হয়েছে।

মানডে (Monday) ঃ আদিম মানুষ চাঁদকেও পূজা করতে বাদ রাখেনি। সূর্যের মত চাঁদের প্রতিও ছিল মানুষের দারুন কৌতুহল। তাই চাঁদের নামেই সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটির নাম প্রাচীন রোমানরা রেখেছিল "লুনাডাইস (Lunaedies)" যার অর্থ হল "মুনস্ ডে (Moon's Day)" - যা পরবর্তীতে ইংরেজীতে "মানডে (Monday)" নাম ধারন করে। শোনা যায়, আদিম মানুষেরা প্রতি মাসেই অমাবশ্যার পর নতুন চাঁদ উঠলে উৎসব করতো। এমনটিও শোনা যায় যে, আদিম মানুষেরা নকি ভাবতো চাঁদ হল দুষ্ট বা শয়তান - যে ঈশ্বরের ভয়ে দিনে আসতে পারে না। আবার প্রাচীন রোমানরা বিশ্বাস করতো যে পূর্নচন্দ্রের আলো মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। এই ধারনার থেকেই ইংরেজী Lunatic শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হল "মানসিক রোগী"। আর Luna বা Lunae হল রোমান শব্দ যার অর্থ 'চাঁদ'। বাংলায় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটির নামটিরও কিন্তু একই অর্থ - সোম অর্থও 'চাঁদ'।

টুয়েসডে (Tuesday) ঃ বৃটেনসহ সমগ্র ইউরোপ যতদিন রোমান সম্রাটদের দখলে ছিল ততদিন সপ্তাহের নামগুলো রোমানদের দেয়া নামেই ডাকা হতো। জার্মানরা ইউরোপ দখলের পর সপ্তাহের কিছু কিছু দিনের নামকরন করে নিজেদের দেবদেবীদের নামে। সেই সময় জার্মানরা প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয়দের নর্স পুরানে বর্নিত দেবদেবীতে বিশ্বাস করতো। *(নর্স - নরওয়েইয়ান; স্ক্যান্ডিনেভীয় - বর্তমান ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ডের অধীবাসীদের একত্রে এ নামে ডাকা হতো।)* এই পুরানে দেবরাজ ছিলেন ঔডেন (Woden)। তিনি বাস করতেন "অ্যাসগার্ড" নামক স্বর্গের একটি বিশেষ স্থানে। সেখানে তার "ভালহাল্লা" নামের একটি বিশাল সুসজ্জিত প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদে রোমবিরোধী যুদ্ধে নিহত বীরেরা থাকতেন। এই

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

বীরদের জন্য সেখানে রকমারী খাবার, পানীয় ও নারী ছাড়াও উড়তে সক্ষম পাখাওয়ালা ঘোড়ারও ব্যবস্থা ছিল। আর এই ভালহাল্লার নেতৃত্বে ছিলেন ঔডেনের পুত্র টিউ (Tiw)। জার্মানরা বিশ্বাস করতো, টিউই তাদের রোমানদের বিরুদ্ধে জিতিয়েছেন। টিউ ছিলেন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও নেতা। নর্স পুরানে আছে, তিনি হিংস্র নেকড়েদের বিশাল একটি দলকে একা যুদ্ধ করে হারিয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তার একটি হাত ও একটি চোখ সম্পুর্ন নষ্ট হয়েছিল। জার্মানদের কল্পনায় টিউ হলেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় আর দুর্বলতাকে জয় করা এক বীর যোদ্ধা। এসব কারনেই সপ্তাহের তৃতীয় দিনটির নাম জার্মানরা রেখেছিলো "টিউস্ ডে (Tiw's Day)" যা পরবর্তীতে ইংরেজীতে "টুয়েসডে (Tuesday)" নাম ধারন করে। আজো জার্মান সৈনিকেরা যে কোন কাজ টিউ-এর নামেই শুরু করে থাকেন।

ওয়েডনেসডে (Wednesday) ঃ সপ্তাহের চতুর্থ দিনটি জার্মানরা উৎসর্গ করে দেবরাজ ঔডেনের নামে, নাম দেয় "ঔডেনস্ ট্যাগ (Woden's Tag)" যার অর্থ দাঁড়ায় 'ঔডেনের ঠিকানা'। পরবর্তীতে এর ইংরেজী নামকরন করা হয় ওয়েডনেসডে (Wednesday) । ঔডেন ছিলেন জ্ঞান, বিচক্ষনতা আর কাব্যের দেবতা। নর্স পুরান মতে 'ইমির (Yimir)' নামক এক বিশালদেহী দৈত্যের দেহাংশ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন ঔডেন। আর মানুষ বানিয়েছিলেন ওক এবং এল্ম গাছের কাঠ দিয়ে। ঔডেন শুধু দেবরাজই ছিলেন না, তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী দেবতাও ছিলেন। তিনি জ্ঞানসুধা পান করার জন্যে তার একটি চোখ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আকাশের ওপরে বসে সবাইকে দেখতেন এবং কে কি করছে ও ভাবছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম ত্যাগের পুরষ্কার স্বরূপ তিনি নিহত বীরদের জন্য সুসজ্জিত ও আরাম আয়েসে পরিপূর্ন 'ভালহাল্লা' নামক প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। জার্মান যোদ্ধারা বিশ্বাস করতো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস আর ত্যাগের বিনিময়ে স্বর্গে আছে পরম শান্তিময় এক প্রাসাদ - যেখানে সর্বক্ষন গৌরবের গান বাজে, যেখানে তাদের জন্যে আছে সুস্বাদু খাবার, পানীয় আর সুন্দরী নারীসঙ্গের ব্যবস্থা, আর আছে দেবরাজ ঔডেনের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য। কথিত আছে, ঔডেনের আটহাত লম্বা একটি ঘোড়া ছিল যাতে তিনি সর্বদা বিশ্বভ্রমন করতেন। ঔডেন আরো ছিলেন শক্তিশালী যাদুকর, মায়াবী এবং রোগ উপশমক। মানুষ তার কাছে বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য প্রার্থনা করতো। মজার বিষয় হলো, খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগন সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের সময় জার্মানদের এই প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচার চালায় যে, দেবরাজ ঔডেনই আসলে শয়তান এবং ঈশ্বরকে সে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছে।

থার্সডে (Thursday) ঃ এ দিনটির নামকরনের সময় প্রাচীন জার্মানরা আরেক শক্তিশালী দেবতা "থর (Thor)" -কে বেছে নেয়। দেবরাজ ঔডেনের দ্বিতীয় পুত্র থর ছিলেন বৃষ্টি আর বজ্রপাতের দেবতা। থরের সুনাম এতই সুবিস্তৃত ছিলো যে, নর্মানদের পুরানেও তার কথা পাওয়া যায়। *(নর্মান - স্ক্যান্ডিনেভীয় ও ফ্রাংকিশ বংশধর, যারা খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে নর্মান্ডে বসবাস করতো।)* নর্মানরা তাকে ডাকতো 'থুর' , এবং ভালো আবোহাওয়ার আশায় সমুদ্রে অভিজানের আগে তার নামে পুজা করতো। থর একটি শক্তিশালী হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করতেন এবং এই হ্যামার দিয়ে নিজের কানের পেছনের হাড়ে আঘাত করে বজ্রপাতের সৃষ্টি করতেন। আর যখন এই হ্যামারটি তিনি কোনো কিছুকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করতেন, তখন সেটি বুমেরাং-এর মত আবার তার কাছেই ফিরে আসতো। থরের এই হ্যামারটির নাম ছিল "মজোলার (Mjolner)"। আঘাতে আঘাতে হ্যামারটি উত্তাপে লাল হয়ে যেতো। তাই থর সেটি ধরার জন্যে লোহার ভারী দস্তানা ব্যবহার করতেন। থর একটি যাদুর বেল্ট কোমরে বাঁধতেন - যা তার শক্তি দ্বিগুন বাড়িয়ে দিতো। আকাশ ভ্রমনের জন্যে থরের ছিল একজোড়া ভেড়ী চালিত একটি ব্রাসের তৈরী যান (ব্রাস - পিতল, লোহা ও তামার সমন্বিত ধাতু)। থর আবার কারু ও খোদাইশিল্পেরও দেবতা ছিলেন। সে সময় সবকিছুই হাতে বানানো হতো এবং ধাতুও এখনকার মত এত সহজলভ্য ছিলো না। ইস্পাত ছিলো সবচেয়ে দূর্লভ। ইস্পাতের ব্যবহার নিয়ে জার্মান পুরানে খুব মজার একটা কাহিনী আছে। সেটি হলো, ইস্পাতের ব্যবহার জানার আগে মানুষ লোহা, ব্রোঞ্জ ও হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতো। মানবজাতিকে আগুনের ব্যবহার শেখানো হবে কি না - তা নিয়ে একবার দুইদল দেবতার মধ্যে স্বর্গ, আকাশ ও পৃথিবী মিলিয়ে মারাত্বক যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে আগুনের

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ব্যবহার শেখানোর বিপক্ষের দল পরাজিত হয়ে কোনোমতে পালিয়ে যায়। আর যাবার সময় ভুলে ফেলে রেখে যায় তাদের ইস্পাতের অস্ত্রগুলো - যা কুড়িয়ে পায় মানুষ। মানুষ অবাক হয়ে দেখে আজব রং আর অপরিচিত ধাতুর তৈরী অস্ত্রগুলো - যা সহযেই গুড়িয়ে দিতে পারে লোহা বা হাড়ের তৈরী যে কোন অস্ত্রকে। আর তখনই সেগুলোকে প্রচন্ড তাপে গলিয়ে মানুষ দেখলো সেগুলো তৈরী হয়েছে তাদেরই সুপরিচিত ধাতু লোহার সঙ্গে আরো কিছু ধাতুর মিশ্রনে। জার্মানরা বিশ্বাস করতো যে থরই তাদের এই ইস্পাতের ব্যবহার শেখার কৃপা করেছেন। কেননা, থরই ছিলেন সেই দেবতা যে মানুষের কারিগরি ক্ষমতাকে উত্তোরোত্তর উন্নতি করতে কৃপা করতেন। আর তাই সপ্তাহের পঞ্চম দিনটির নাম তারা উৎসর্গ করেছিলো তারই নামে "থরস্ ডে (Thor's Day)") রেখে - যা পরে "থার্সডে (Thursday)" নামে চিহ্নিত করেন ইংরেজী ভাষাবিদেরা।

ফ্রাইডে (Friday) ঃ প্রাচীন জার্মানরা এই দিনটির নাম দিয়েছিলো "ফ্রিগাস্ ট্যাগ (Frigga's Tag)" , যা থেকেই পরে বর্তমান "ফ্রাইডে (Friday)" নামটি আসে। ফ্রিগা ছিলেন দেবরাজ ঔডেনের প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন প্রেম, ভালোবাসা ও বিয়ের দেবী। অনিন্দ্য সুন্দরী ফ্রিগা ছিলেন জার্মান নারীদের পরম পূজনীয়, তাদের কাছে আকাশের মত বিশাল আর মেঘের মত কোমল, স্নিগ্ধ। ঔডেন-ফ্রিগা দম্পতির ছিলো সাত পুত্রসন্তান - যাদের নামে ইংল্যান্ডের জার্মানশাসিত সাতটি রাজ্যের নামকরন করা হয়েছিলো - যা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। সেই রাজ্যগুলো হলো - নর্থাম্ব্রিয়া, মার্সিয়া, ওয়েসেক্স, ইস্ট-অ্যাঙ্গলিয়া, এসেক্স, কেন্ট এবং সাসেক্স। ফ্রিগা ছিলেন ঔডেনের সিংহাসনের অংশীদার। দিনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি ব্যায় করতেন ঘুরে ঘুরে বিশ্ববাসীকে দেখতে, তাদের ভালোবাসার পথ সুগম করতে আর সংসারকে ঝামেলামুক্ত রাখতে। জ্ঞানের আলো পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়া এবং পরিচ্ছন্ন বিচারকার্য সম্পন্ন করাও ছিলো ফ্রিগার দায়িত্ব। ঔডেন তাকে দিয়েছিলেন মানবজাতির কাছে সুশিক্ষা পৌছে দেবার গুরুদায়িত্ব। জার্মানরা বিশ্বাস করতো, জ্ঞানদেব ঔডেন আইন ও শিক্ষার দেবী ফ্রিগাকে বিয়ে করে এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া কোন জ্ঞানই ফলিতজ্ঞানে রূপ দেয়া যায় না - আর ফলিতজ্ঞানই পারে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। তাইতো আজো সারা পৃথিবীতে যে কোন আদালতেই দাড়িপাল্লা হাতে শোভা পায় ফ্রিগার মূর্তি। বিশ্ববাসীকে আজও মূর্তি হয়ে ফ্রিগা দিয়ে চলেছেন ন্যায়বিচারের শিক্ষা।

স্যাটারডে (Saturday) ঃ এই দিনটির নাম আবার রোমানদেরই দেয়া। প্রায় ১৪০০ বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় দেবতা "স্যাটার্ন (Saturn)" ছিলেন কৃষিকাজের দেবতা। স্যাটার্ন ছিলেন রোমানদের প্রাচীনতম দেবতা। তার চার পুত্র ছিলো জুপিটার, প্লুটো, নেপচুন ও জুনো। জুপিটার কতৃক সিংহাসনচ্যুত হবার আগ পর্যন্ত স্যাটার্নই ছিলেন দেবরাজ। আর কৃষিনির্ভর রোমানদের কাছে তার গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। আর সে জন্যেই সপ্তাহের একটি দিন তাকে উৎসর্গ করেছিলো তারা। নাম দিয়েছিলো "স্যাটার্নস্ ডে (Saturn's Day)" যা এখন "স্যাটার্ডে (Saturday)" নামে পরিচিত। সেই সময় নির্মিত স্যাটার্নের প্রধান মন্দিরটির কিছু অংশ আজও রোমে সংরক্ষিত আছে। শোনা যায়, রোমানরা প্রত্যেক ডিসেম্বরে স্যাটার্নকে উদ্দেশ্য করে উৎসব পালন করতো। 'স্যাটার্নালিয়া' নামের এই উৎসব ছিলো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও জাঁকজমকপূর্ন রোমান উৎসব। শীতের মাঝামাঝি শুরু হওয়া এ উৎসব চলতো বসন্তের সূচনালগ্ন পর্যন্ত। আসলে, প্রচন্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্যাটার্নের কাছে দয়া ভিক্ষাই ছিলো এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। স্যাটার্নেও নাম থেকে স্যাটার্ডে দিনটির নামকরনের জন্যেই হয়তো এখনো বিশ্বের অনেক দেশে এ দিনটিকে সপ্তাহান্তের পার্টির (Weekend Party) দিন হিসেবে পালন করা হয়।

সপ্তাহ সম্পর্কে আরো কিছু মজার তথ্য ঃ

- সাত দিনে এক সপ্তাহ। কেন পাঁচ, ছয় বা আট দিনে নয় ? এই কারন খুঁজতে গিয়ে বেশ কয়েকটি চমৎকার তথ্য পাওয়া গেছে। বাইবেলে আছে, রবি থেকে শুক্র -এ ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিন

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

(শনিবার) ঈশ্বর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই মোট সাতদিনে ঈশ্বরের বিশ্ব তৈরীর কারনেই সপ্তাহ সাত দিনে গননা করা হয়।

- কিন্তু আরেক তথ্যে পাওয়া যায় যে, বাইবেল আগমনের বহু আগেই রোমানরা সাত দিনে এক সপ্তাহ গননা করতো। অবশ্য তাদের এই সাত দিনে সপ্তাহ গননার কোন কারন খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- সপ্তাহ সাত দিনে হবার একটি চমৎকার গানিতিক ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছে একটি ইতিহাস বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে। ব্যাখ্যাটি এরকম - আপনি যদি সাতটি বিয়ারের ক্যান একটি রাবারব্যান্ডের দ্বারা একসাথে বাঁধেন, তাহলে মাঝের একটিকে ঘিরে ছয়টি ক্যান মিলে একটি স্থির অবস্থায় থাকে। চার, পাঁচ, ছয় বা আটটি ক্যান এভাবে রাখলে অন্তত একটি পিছলে যেতে চায় এবং প্রকৃত ব্যালেন্স হয় না। তিনের পরে সাতই একমাত্র সংখ্যা যা এরকম ব্যালেন্স করতে পারে। কেমন ব্যাখ্যাটা ?
- আবার এর একটা ভৌগলিক ব্যাখ্যাও আছে। চাঁদের নিজ কক্ষপথে পূর্ণপ্রদক্ষিন সময় ২৯.৫৩ দিন। এর এক চতুর্থাংশ হলো ৭.৩। তাই হয়তো সাত দিনেই সপ্তাহ গননা করা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশ ব্যবহারের কোন যৌক্তিক কারনও পাওয়া যায়নি।
- বিশ্বের বহু ভাষায় সপ্তাহের দিনগুলোর নামকরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামকে প্রাধান্য হয়েছে।
- সপ্তাহের প্রথম দিন আসলে কোনটি তা নিয়েও তর্কের শেষ নেই। বাইবেলে পরিষ্কার বলা আছে শনিবার হলো সপ্তাহের শেষ দিন; তাই রবিবারই হলো প্রথম দিন। রাশিয়ান নামকরনে সোমবার অর্থ প্রথমদিন। রোমানরা রবিবার থেকেই সপ্তাহ শুরু করতো। ইসলামে শুক্রবার ছুটি হওয়ায় শনিবার সপ্তাহের প্রথমদিন। তবে ISO-8610 মতে সোমবারই সপ্তাহের প্রথম দিন।
- বছরের প্রথম সপ্তাহ কোনটি ? ৩১ ডিসেম্বর সোমবার হলে ১জানুয়ারী মঙ্গলবার। বছর শুরু হলেও সপ্তাহ শেষ হলো না। তবে কি আগের বছরের শেষ সপ্তাহটিই পরের বছরের প্রথম সপ্তাহ। এ আবার কেমন করে হয় ? বছরের পর বছর পৃথিবীবাসীকে এরকম সমস্যা সামলাতে গিয়ে বেশ হিমসিম খেতে হয়েছে। অবশেষে পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ISO-8610 ঘোষনা করে যে, " Week one of any year is the week that contains the first Thursday of January " । অর্থাৎ, যে সপ্তাহটির বৃহস্পতিবার সবার আগে জানুয়ারী মাসে স্থান করে নিতে পারবে - সেটিই হবে বছরের প্রথম সপ্তাহ।
- এক বছরে ৫২ টির বেশি সপ্তাহ হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি ১ জানুয়ারী যদি বৃহস্পতিবার হয় এবং ঐ বছরটি যদি লিপইয়ার হয়, কেবলমাত্র তাহলেই বছরে ৫৩ টি সপ্তাহ পাওয়া সম্ভব - এ ছাড়া কোনভাবেই নয়।
- প্রাচীন মিশরীয়রা ১০ দিনে এক সপ্তাহ গননা করতো।
- খৃষ্টপূর্ব ১০৫০ সনের দিকে ম্যাক্সিকোর মায়া গোত্রের লোকেরা ১৩ দিনে সপ্তাহ গননা করতো।
- ১৮৩০ সনের আগে রাশিয়ায় ৫ দিনে এক সপ্তাহ হিসাব করা হতো।
- প্রাচীন লিথুনিয়ানদের ইতিহাসে ৯ দিনের সপ্তাহের কথাও শোনা যায়।

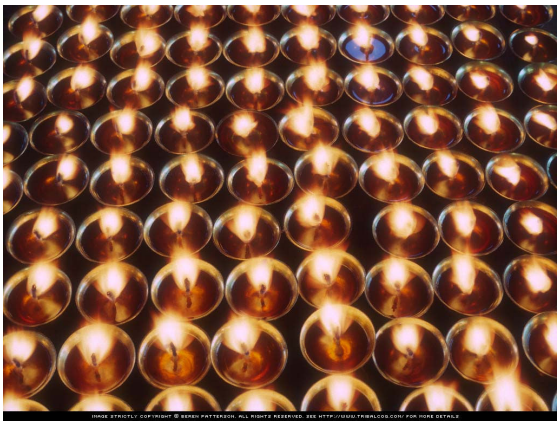

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com